যুগান্তর

তারিখ 17 MAY 2007
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি

রাজধানীর স্কুল ও কলেজগুলিকে যেন দেখিবার কেহ নাই। পাঠক্রম পরিচালনা এবং টিউশন ফিস আদায়ের নামে নানারকম আর্থিক অনিয়ম চলিতেছে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। ব্রিটিশ আমলে 'ইন্সপেক্টর অব স্কুলস' নামের একটি পদ ছিল। সম্ভবত এখনও রহিয়াছে। যে কোন কারণেই হউক না কেন, পদটির উপযুক্ত মর্যাদা আজ আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। যুগান্তরের অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেইসব চিত্র উঠিয়া আসিয়াছে, তাহাতে শংকিত না হইয়া পারা যায় না। ঢাকার বাহিরের স্কুল-কলেজগুলির অবস্থা ততোধিক শোচনীয়। এইসব অভিযোগের মধ্যে রহিয়াছে বিশেষ সুবিধা লইয়া নিম্নমানের সহপাঠ্যকে সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত, প্রতিষ্ঠানের অর্থ লুটপাট, শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের জিম্মি করিয়া নানা কায়দায় অর্থ হাতাইয়া লওয়া, ভর্তি ও ডোনেশন বাণিজ্য, নিয়োগ বাণিজ্য, শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট ও কোচিং করিতে বাধ্য করা ইত্যাদি। বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রায় প্রতিদিনই দুর্নীতি দমন কমিশন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর, শিক্ষা বোর্ড এমনকি জাতীয় সংবাদপত্রের অফিসেও জমা হইতেছে অসংখ্য অভিযোগ। অভিযোগ প্রমাণিত হইলে মাঝে-মধ্যে দুই একটি প্রতিষ্ঠানের সভাপতি কিংবা প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে লঘু ব্যবস্থা লওয়া হয় বটে, তবে কিছুদিন না যাইতেই দেখা যায়, তাহারা বহাল তবিয়তে ফিরিয়া আসিয়াছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও অন্যান্য পদ হইতে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের অপসারণের লক্ষ্যে গত বৎসরের নভেম্বর মাসে সরকার একটি পরিপত্র জারি করে। পরে ঢাকা জেলা প্রশাসকের এক অফিস আদেশে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও উন্নয়ন)-কে রাজধানীর ৬৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বানাইয়া দেওয়া হয়। কেননা, একজন এডিসির পক্ষে এতগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দেখভাল করা সম্ভব নহে। সর্বোপরি উহাতে দুর্নীতিতে সম্পৃক্ত হইবার পথ সুগম ও সহজসাধ্য হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে একজন এডিসিকে (শিক্ষা ও উন্নয়ন) ওএসডিও করা হইয়াছে। তাহার পরেও এই ব্যক্তি যাত্রাবাড়ী আইডিয়াল স্কুলের সভাপতির দায়িত্ব পালন করিতেছেন। উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সহিত যোগসাজশে তাহার বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি, অনিয়মসহ নানা অভিযোগ রহিয়াছে। লালমাটিয়া হাউজিং সোসাইটি স্কুল অ্যান্ড কলেজের সাবেক প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে রহিয়াছে ৩২ লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ, যাহা লইয়া মামলাও হইয়াছে। মতিঝিল মডেল স্কুলের জনৈক গণিত শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ রহিয়াছে, তাহার নিকট কোচিং না করায় শিক্ষার্থীদের নির্বাচনী পরীক্ষায় ফেল করাইয়া দিবার। পরে মোটা অংকের টাকা লইয়া শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে দেওয়া হয়। নীলক্ষেত হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর জালসহ বিদ্যালয়ের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ রহিয়াছে। স্কুলে ভর্তি হইতে শুরু করিয়া ড্রেস পরিবর্তনের নামে পর্যন্ত অর্থ হাতাইয়া লওয়া হয়। টাকা খাইয়া অখ্যাত অজ্ঞাত প্রকাশকদের সহিত যোগসাজশে ভুলে ভরা অপাঠ্য নিম্নমানের সহপাঠ্য বই অন্তর্ভুক্তি তো রহিয়াছেই। এইসব অনিয়ম ও দুর্নীতির ব্যাপারে শিক্ষা উপদেষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে তিনি বলেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে যে দুর্নীতি হয় না তাহা নহে। তবে মন্ত্রণালয়ের নাকি এইসব ক্ষেত্রে কিছুই করিবার থাকে না। মাননীয় শিক্ষা উপদেষ্টার এবংবিধ বক্তব্যের সহিত আমরা একমত নহি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে জবাবদিহিতার আওতায় না আনা হইলে উহাতে অনিয়ম, দুর্নীতি ও লুটপাট হইবেই। আর উহার অনিবার্য জের গিয়া পড়িবে শিক্ষার্থী ও অভিভাবক তথা সার্বিক শিক্ষার মানের ওপর। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার মান নিশ্চিত করিতে হইলে স্কুল-কলেজের ব্যবস্থাপনা কমিটি, প্রধান শিক্ষক এবং শিক্ষকদের যথাযোগ্য এবং দুর্নীতিমুক্ত না হইয়া উপায় নাই। আগামী দিনের মানুষ গড়ার কারিগর তো তাহারাই।